দৈনিক ইনকিলাব

JUL 27 2001

শরীরে সিগারেটের ছ্যাঁকা ঃ হল থেকে বহিষ্কার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র লীগের সন্ত্রাস নিরীহ ছাত্রদের চাপা আর্তনাদ

মুহাম্মদ যাকারিয়া ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আবাসিক হলে এখন শাসকদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের নীরব সন্ত্রাস চলছে। বিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা তো বটেই, নিরীহ ছাত্ররাও ছাত্র লীগ ক্যাডারদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। গত কয়েক দিনে ছাত্র লীগের এ সীমাহীন দৌরাত্ম্য ও স্বেচ্ছাচারিতায় ছাত্ররা ক্রমশ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। পিন্টু-লাল্টুর নেতৃত্বে ছাত্রদলের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষিত হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সরকারের বিরুদ্ধে যাঁতে ছাত্রদল চাঙ্গা হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য ছাত্রদল নেতা-কর্মীর ওপর নির্যাতন ও হয়রানির কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে' বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। বিরোধী ছাত্র সংঠনের নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি নিরীহ ছাত্ররাও প্রায়ই ছাত্র লীগের সন্ত্রাসের শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে ছাত্র লীগের মিছিলে যোগ দেয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের মারধর করা এখন নিত্যদিনের ঘটনা। গত বুধবার এসএম হলে সৈকত নামের এক ছাত্রকে মিছিলে না

৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের সন্ত্রাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যাওয়ার অপরোধ ছাত্র লীগ ক্যাডাররা বর্বরোচিত কায়দায় সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে মুখমণ্ডলসহ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ পুড়িয়ে দেয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র লীগের মিছিল-সমাবেশ সাধারণ ছাত্রদের দিয়েই করানো হয়। একটি মিছিলের অংশগ্রহণকারী শতকরা ৯০ ভাগই থাকে হলের সাধারণ ছাত্র, যাদেরকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে আসা হয়। এ নিয়ে ছাত্র লীগের হল শাখা নেতাদের মাঝেও চলে প্রতিযোগিতা। মিছিলে অংশগ্রহণকারী সংখ্যার ওপর হলের নেতাদের সুযোগ-সুবিধার বিষয়টি নির্ভর করে। ছাত্র লীগের কর্মসূচী থাকলে আগের রাতে হলের নেতা-কর্মীরা রুমে রুমে গিয়ে হুঁশিয়ার করে দেয়। মিছিলে না আসলে মারধর করাসহ হল থেকে বের করে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়। অনেক সময় প্রত্যেকের নামের তালিকাও তৈরী করা হয়। মিছিলের দিন সকাল থেকেই ক্যাডাররা হল গেট বন্ধ করে দেয়। ছাত্রদের গেট দিয়ে বাইরে যেতে দেয়া হয় না। পরীক্ষা বা ক্লাস কোন ধরনের অজুহাত ক্যাডাররা কানে তুলে না। আর কেউ মিছিলে না গেলে বা যেতে অস্বীকার করলে তার ওপর নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন। এ কারণে ছাত্র লীগ কোন কর্মসূচী ঘোষণা করলে সবার আগে সাধারণ ছাত্রদের গায়ে কাঁপুনি ধরে। তারপরও এ সবকিছু ছাত্রদের নীরবে সহ্য করতে হয়। কোন এক ছাত্রনেতা একবার ক্যাম্পাসে বক্তব্যকালে বলেছিলেন, 'গুলীর শব্দ নেই বলেই অনেকে ভাবছেন– ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস নেই। কিন্তু কেউ যদি হলগুলোর দেয়ালে কান পাতে তাহলে সে শুনত নিরীহ ছাত্রদের চাপা আর্তনাদ।' হল কর্তৃপক্ষের নিকট বিচার দিলে কোন প্রতিকার ছাত্ররা পায় না– উল্টো হয়রানি বাড়ে।

ছাত্রলীগের এ দৌরাত্ম্য যেন সকল সীমা অতিক্রম করছে। গত ২১ তারিখ রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর-পশ্চিমের একটি হলের ১ম ও ২য় বর্ষের ছাত্রদের সকলকেই টিভিরুমে ডেকে নিয়ে পরদিন হরতালবিরোধী মিছিলে আসার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। এ সময় জুনিয়র ক্যাডাররা সিনিয়র ছাত্রদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। ঐ হলের জনৈক ছাত্র জানায়, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে এ ধরনের গালি শুনলে মনে হয়, এখানে না পড়তে আসলেই ভাল হত।' পরদিন জনৈক ছাত্র মিছিলে অংশ নিয়েও 'ভাল পারফরমেন্স' দেখাতে না পারায় তাকে সিট থেকে নামিয়ে এখন থেকে ফ্লোরে ঘুমানোর জন্য নির্দেশ দেয় ক্যাডাররা। আরও কয়েজন ছাত্রকে ক্যাডাররা তাদের সিট থেকে নামিয়ে দিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য রুমে তুলে দিয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একই অপরাধে শহীদুল্লাহ হলের ১৫/১৬ জন ছাত্রকে একযোগে হল থেকে বের করে দেয়া হয়। এদের মধ্যে ছাত্রদলের কয়েকজন নেতা-কর্মীও রয়েছে।

হরতালবিরোধী মিছিলে না যাওয়ায় এস এম [illegible] সৈকত নামে অর্থনীতি বিভাগের এক ছাত্রকে ধরে বেদম প্রহার করে পৈশাচিক কায়দায় সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে মুখমণ্ডলসহ তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ পুড়িয়ে দেয়। এ ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়, ছাত্রলীগ কর্মীরা গত রবিবার সৈকতকে তার ১৬৪ নম্বর রুমে গিয়ে হরতালবিরোধী মিছিলে আসতে বলে। কিন্তু সৈকত জরুরী প্রয়োজনে মিছিলে না গিয়ে বের হয়ে যায়। পরে বুধবার সকালে সে হলে আসলে ক্যাডাররা তাকে মারধর করে এবং সিগারেটের আগুন দিয়ে নির্মমভাবে তার মুখমণ্ডল, কান, গলা ও হাতের বিভিন্ন অংশ পুড়িয়ে দেয়। এ সময় সৈকতের বন্ধু মামুনকেও তারা প্রহার করে। ছাত্রদল সৈকত ও মামুনকে তাদের কর্মী বলে দাবী করেছে।

এর পাশাপাশি ছাত্রদল নেতা-কর্মীদের উপরও সমানতালে চলছে নির্যাতন-নিপীড়ন। ক্যাম্পাসে ছাত্রদল যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য ছাত্রদলকে 'সাইজ' করার জন্য ছাত্রলীগের হাইকমান্ড থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে একাধিক সূত্র জানায়। গত ২৩ তারিখ রাতে শহীদুল্লাহ হলের ছাত্রলীগ ক্যাডাররা ছাত্রদল নেতা জাকারিয়া আলম মামুন (গণিত), নাদিম, রাসেল, ডাব্লু, তুষার, অলি ও দেলোয়ারসহ বেশ কয়েকজন ছাত্রদল নেতা-কর্মীকে মারধর করে হল থেকে বের করে দেয় এবং মামুনের রুম ভাঙচুর করে। হরতালের দিন ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের মিছিল-সমাবেশসহ সাংগঠনিক তৎপরতা প্রতিরোধ করতে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা জঙ্গী প্রস্তুতি নেয়। এ দিন ছাত্রদলের ৫/৬ জন নেতা-কর্মী ছাত্রলীগের হাতে প্রহৃত হয়। এছাড়া গত কয়েক দিন পূর্বে জসীম হল থেকে ছাত্রদলের দুই কর্মীকে বের করে দেয় ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। তাদের অপরাধ ছিল তারা ছাত্রদলের মিছিল করে।

জসীম হলের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ছাত্র জানায়, ছাত্রলীগ ক্যাডারদের দাপটে আমরা হলে অনেকটা বন্দী জীবনযাপন করছি। হলে সবকিছুতেই তাদের কথা শুনতে হয়। নিয়মিত মিছিলে যেতে হয়। একদিন মিছিলে গেলে ২/৩টি ক্লাস মিস হয়। পরীক্ষার সময়ও রেহাই পাওয়া যায় না। না গেলে হল থেকে বের করে দেয়ার ভয় দেখায়। অনেক সময় মারধরও করে।

জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমদ পিন্টুর কাছে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট করেছে। সাধারণ ছাত্ররা ছাত্রলীগের হাতে জিম্মি হয়ে আছে। বিরোধী দল ও মতকে তারা সহ্য করতে না পেরে চরম অরাজনৈতিক মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে। এর ফলে ছাত্র রাজনীতির ঐতিহ্য ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে। ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আজিম সংগঠনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ছাত্রলীগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করেছে। শান্তিপুর্ণ পরিবেশে পড়ালেখার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চর্চার ক্ষেত্রে ছাত্রলীগ নানাভাবে উৎসাহ যোগাচ্ছে।